বিশ্বনবী

গোলাম মোস্তফা

KOBI PROKASHANI

বিশ্বনবী
গোলাম মোস্তফা

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৬৭৫ টাকা

Bishwanabi by Golam Mostafa Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: November 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 675 Taka RS: 675 US 35 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98948-4-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

আম্মা ও আব্বার
—খিদমতে

পাঠক-পাঠিকার প্রতি

বিশ্বনবীর অনেক স্থানে কোরআন শরিফের আয়াত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মূল আরবি আয়াত না দিয়া শুধু বাংলা তরজমা দিয়াছি। সেই সব তরজমার কোনো কোনো স্থানে আল্লাহ্ সম্বন্ধে 'আমরা' (বহুবচন) ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন :

'এবং যে কেহ এই দুনিয়ায় পুরস্কার চাহে, তাহাকেও আমরা তাহাই দিব এবং যে কেহই পরকালের পুরস্কার চাহে, তাহাকেও আমরা তাহাই দিই।

আমরা কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব।—' (১ : ১৪৪)

এখানে 'আল্লাহ্'র পরিবর্তে 'আমরা' সর্বনামের ব্যবহার দেখিয়া অনেক পাঠকের মনেই প্রশ্ন জাগে। তাঁহারা ভাবেন : আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয় ও লা-শরিক; কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে 'আমরা' (বহুবচন) ব্যবহার যাইতে পারে না। তাই অনেকের ধরণা ইহা তরজমার ভুল। কিন্তু তরজমায় কোনো ভুল হয় নাই। তরজমা ঠিকই আছে। অন্য এক গূঢ় কারণে 'আমি' স্থলে 'আমরা' লিখিতে হইয়াছে। আরবি ভাষায় সম্মানীয় ব্যক্তিদিগের বেলায় বহুবচন ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সম্মানার্থে 'বহুবচন' বলে। অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ বাক-রীতি প্রচলিত আছে। কোনো রাজকীয় ঘোষণায় সম্রাট, সম্রাজ্ঞী বা রাষ্ট্রপতি উত্তম পুরুষের বহুবচন (আমরা) ব্যবহার করেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে (Queen's Proclamation) উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে We ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই রীতি কোরআন শরিফের নিজস্ব। আল্লাহ্ নিজেই এই বাচনভঙ্গি শিক্ষা দিয়াছেন; 'আমি' না বলিয়া 'আমরা' বলিয়াছেন। কাজেই তরজমায় ভুল হইয়াছে—পাঠক যেন সেইরূপ মনে না করেন। মূলে বহুবচন আছে বলিয়াই তরজমাতে বহুবচন আসিয়াছে। উপরের আয়াতের ইংরেজি তরজমাতেও এই রীতি আছে।

'And whoever desires the reward of this world. We will give him of it and whoever desires the reward of the hereafter. We will give him of it, and We will reward the greatful.' (Translation : Moulana Muhammed Ali)

আল্লামা ইউসুফ আলী একই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। উপরোক্ত আয়াতের অনুবাদে তিনি লিখিতেছেন :

'If any do desires a reward in this life,
We shall give it to him...'

বস্তুত অনুবাদ ঠিক রাখিতে হইলে মূলের সহিত তাহার মিল রাখিতেই হইবে। বলা বাহুল্য, এই কারণেই বাংলা তরজমায় আল্লাহ্র স্থানে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে।

আর একটি আরজ এই যে, 'বিশ্বনবী' কিছুটা বাক-ভঙ্গিতে লেখা। কাজেই সর্বত্র হযরত মুহম্মদের নামের পরে দরুদ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। ভক্ত পাঠক-পাঠিকা নিজেরাই মনে মনে দরুদ পাঠ করিবেন। আরজ ইতি—

বিনীত

মোস্তফা মঞ্জিল, শান্তিনগর, ঢাকা। **গোলাম মোস্তফা**

জুলাই ১৯৬৩

'বিশ্বনবী' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

ফুরফুরা শরিফের পির সাহেব কেবলা জনাব **মাওলানা আবু নসর মুহম্মদ** আবদুল হাই সাহেব বলেন : 'কবি মৌলভী গোলাম মোস্তফা সাহেবের লিখিত হুজুরের (স.) জীবনী 'বিশ্বনবী' পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। উহার ভাব, ভাষা ও দার্শনিকতা, কোরআন ও হাদিস শরিফ এবং তাসাউফের সম্পূর্ণ অনুকূল ও সুন্নাতুল জামায়েতের আকায়েক মোয়াকফ। যাঁহারা বাংলা ভাষায় হযরত রসুলে করিমের (স.) সঠিক জীবনী ও সত্যস্বরূপ জানিতে চাহেন, তাহাদিগকে 'বিশ্বনবী' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।'

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—'মৌলভী গোলাম মোস্তফা কবিরূপে সুপরিচিত। তাঁহার নব অবদান 'বিশ্বনবী'। বলা বাহুল্য, ইহা 'বিশ্বনবী' হযরত মুহম্মদের (স.) একটি সুচিন্তিত প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী জীবনচরিত। এই গ্রন্থকার আঁ-হযরত সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকখানিতে গোলাম মোস্তফা সাহেবকে একজন মোস্তফা-ভক্ত দার্শনিক ও ভাবুকরূপে পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা, তথ্য ও দার্শনিকতার দিক হইতে গ্রন্থখানি অতুলনীয় হইয়াছে।'

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু—'আপনার 'বিশ্বনবী' পড়লাম। অপূর্ব! জাতির একটা বড় কাজ করলেন আপনি। মহামানুষেরা সর্বকাল ও সর্বদেশের সম্পত্তি। ভক্তির অন্ধ আবেগ অনেক সময়েই নিখিল নর-নারীর নিকট থেকে তাঁদের আড়াল করে রাখতে চায়। কিন্তু মহানবীর পরমাশ্চর্য বৃত্তান্ত লিখবার সময় আপনার কবিধর্ম সর্বদা আপনাকে গণ্ডিসংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে রেখেছে। আমি ও আমার মতো আরও অনেকে ধর্মে মুসলমান না হয়েও হযরতকে একান্ত আপনার বলে অনুভব করতে পারলাম। মহানবীর কাছে পৌঁছবার এই সেতু রচনা আপনার অতুলনীয় সাহিত্য-কীর্তি। ভাষা কবিত্বঝংকার ও ভাব-লালিত্যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে। এই অনন্য অবদানের জন্য সাহিত্যসেবী হিসেবে আপনি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাচীনকালের মহাপুরুষদের জীবনবৃত্তান্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তার কারণ সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রমাণ রক্ষিত হয়নি এবং পরবর্তীকালের লৌকিক-অলৌকিক ঘটনাবলির বেড়াজালে আচ্ছন্ন হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিষম সন্দেহ-দোলায় বিপন্ন হয়েছে। তাই প্রাচীন চিন্তানায়ক, কর্মনায়ক ও ধর্মনায়কদের জীবন সম্বন্ধে কোনো কথাই ঐতিহাসিক যুক্তিবিচারে টিকিয়ে রাখা সহজ নয়। তাঁদের অনেকেরই জীবন পৌরাণিক কল্পকথায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু সুখের বিষয়, ধর্মবীর ও কর্মবীর মহামানব হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবন-কথা কর্ম ও শিক্ষা সমসাময়িক লিখন ও স্মৃতি-পরম্পরা উভয় উপায়েই অতি বিশ্বস্তরূপে সংরক্ষিত হয়েছে।

হযরত রসুল (স.)-এর জীবন-চরিত রচনার সমসাময়িক মূল উৎস হলো আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কোরআন, রসুলের সুন্নত, সমসাময়িক সোলেহ্‌নামা, দলিলপত্রাদি এবং সমসাময়িক আরবি কবিতা। আল্লাহ্‌র কিতাব হযরতের জীবনের শেষ তেইশ বছর ধরে তিনি যেভাবে জিবরিল মারফত পেয়ে লিপিবদ্ধ করান এবং যেভাবে তিনি নিজে আদ্যোপান্ত গুছিয়ে সাজিয়ে মুখস্থ করান, ঠিক সেইভাবেই তাঁর ইন্তেকালের পর গ্রন্থাকারে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে এবং তা সেইভাবেই বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে এসেছে—এ কথা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবিচারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।[১] ইসলাম এবং উহার প্রচারক হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবন ও চরিত্র আলোচনায় কোরআনই প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। কোরআনই তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতিগত জীবনে তাঁর চিন্তা, মত ও কর্ম, এক কথায় তাঁর সমগ্র চরিত্রে বিশ্বস্ত দর্পণ। তাঁর প্রচারিত আদর্শ দ্বারা তাঁর জীবন ও কর্মকে বিচার করতে কোরআনই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। ফলত কোরআন তাঁর চরিত্রে এমন নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিম সমাজে এ কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিম সমাজে একথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে যে, কোরআনই হযরতের চরিত্র। হযরতের জীবনী ও চরিত্র আলোচনায় দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য উৎস সুন্নত বা হাদিস। তাঁর সাহাবিগণের মধ্যে অনেকেই হযরতের উক্তি, কার্য ও সম্মতিসূচক ঘটনার বিশ্বস্ত বর্ণনা দিয়েছেন। কেউ কেউ হযরতের জীবনকালেই তা লিপিবদ্ধ করেছেন। লিখন স্মৃতি-পরম্পরায় বহু হাদিস প্রচারিত হলে হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয়

[১] Sir William Muir-এর লিখিত 'The life of Mohammad'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য, pp xx-xxix

শতাব্দীতে খ্যাতনামা বিদ্বানগণের যুক্তিবিচারে ও সযত্ন বাছাইয়ের ফলে সহি হাদিসসমূহ 'সিহা সিত্তা' নামে পরিচিত ছয়খানি গ্রন্থে সংকলিত হয়। এইসব হাদিসে হযরতের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সমসাময়িক রাজন্যবর্গের নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণপত্রাদি এবং বিজিত বা বন্ধুভাবাপন্ন শক্তিবর্গের সঙ্গে হযরতের সন্ধিপত্রাদিও হাদিস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইহুদি, খ্রিস্টান ও বিভিন্ন গোত্রের স্বার্থ সংরক্ষণ সনদাদি এবং হাস্‌সান ইবনে সাবিত, কাব ইবনে মালিক, কাব ইবনে জুহয়র ও আল-আস প্রমুখ সমসাময়িক কবিগণের কবিতায় হযরতের জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে আরবি ভাষায় হযরতের ধারাবাহিক জীবনী সংকলন আরম্ভ হয়। এ কাজে যাঁরা ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে 'উরওয়া ইবনে জুবায়র' (মৃত্যু ৯৪ হি.) ও তাঁর ছাত্র উমাইয়া দরবারের ইমাম জুহ্‌রী (৭২ বৎসর বয়সে মৃত্যু ১২৪ হি.) সবচেয়ে প্রখ্যাত। বিশেষত হযরতের অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহাদি বিষয়ে ইমাম জুহ্‌রী যেসব গ্রন্থ রচনা করেন তা গ্রন্থাকারে না পাওয়া গেলেও তার বিষয়বস্তু পরবর্তী বিভিন্ন সীরত রচয়িতার গ্রন্থে রক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসা ইবনে উকবা ও আবু মা'শর এবং শেষ দিকে আবু ইসহাক (মৃত্যু ১৮৮ হি.) এবং আল-মাদাইনী সীরত রচনা করেন। তাঁদের গ্রন্থগুলো দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতে তাঁদের উল্লেখ দেখা যায়। হযরতের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিত যেসব সীরত গ্রন্থ রক্ষা পেয়েছে, তাদের মধ্যে ১. মুহম্মদ ইবনে ইসহাকের (মৃত্যু ১৫২ হি.) মগাযী, ২. ইব্‌নে হিসামের (মৃত্যু ২১৩ হি.) সীরাতু রসুলিল্লাহ্, ৩. মুহম্মদ ইবনে উমর আল-ওয়াকিদীর (১৩০-২০৭ হি.) কিতাবুল মগাযী ও ৪. তাঁর সেক্রেটারি ইবনে সাদের (মৃত্যু ২৩০ হি.) আত-তবকাতুল-কুররা এবং ৫. ইবনে জবীর তবরীর (২২৪-৩১০ হি.) তারীখুল উমস আল-মুলুক সবচেয়ে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ।

পরবর্তীকালে এইসব মূল উপাদানের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সংযোজনসহ বহু সীরত গ্রন্থ রচিত হলেও ঐসব বর্ধিত উপাদানের মূল্য নিরূপণ করা দুষ্কর। কাজেই উহা নির্ভরযোগ্য নয়।

উপরোক্ত আরবি মূল উৎসসমূহ অবলম্বনে বিভিন্ন ভাষায় বহু সীরত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় লিখিত হযরতের জীবনী গ্রন্থসমূহের মধ্যে ১. ডক্টর স্প্রেঙ্গার রচিত 'মুহম্মদ', ২. ওয়াশিংটন আয়ারভিংয়ের 'দি লাইফ অব মুহম্মদ', ৩. স্যার উইলিয়াম মূয়র লিখিত 'দি লাইফ অব মুহম্মদ', ৪. সৈয়দ আমির আলীর 'দি স্পিরিট অব ইসলাম', ৫. খাজা কামালুদ্দীনের 'দি আইডিয়াল প্রফেট', ৬. মারগোলিউথের 'মুহম্মদ', ৭. মন্টোগোমারি ওয়াটের 'মুহম্মদ অ্যাট মক্কা' ও 'মুহম্মদ অ্যাট মদিনা', ৮. কে. এল. গওবা লিখিত 'দি প্রফেট অফ দি ডেজার্ট', ৯. মাওলানা মুহম্মদ আলীর 'মুহম্মদ', ১০. হাফিজ গুলাম সরওয়ারের 'মুহম্মদ', ১১. স্যার সৈয়দ আহমদের 'অ্যাসেজ অন মুহম্মদ অ্যান্ড ইসলাম' এ দেশে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উর্দু ভাষায় রচিত সীরত গ্রন্থগুলোর মধ্যে মওলানা শিবলী নোমানী ও তাঁর ছাত্র মওলানা সুলায়মান নদবী প্রণীত ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 'সীরাতুন্নবী' সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিখ্যাত। বাংলা

ভাষাও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়। বাংলায় রচিত সীরৎ গ্রন্থগুলোর মধ্যে ১. সৈয়দ সুলতানের (১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.) 'নবী বংশ', 'রসুল বিজয়', 'শবে মেরাজ' ও 'ওফাতে রসুল'; ২. ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের 'হযরত মুহম্মদের জীবন-চরিত'; ৩. কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'মুহম্মদ চরিত'; ৪. রামপ্রাণ গুপ্তের 'হযরত মুহম্মদ ও হযরত আবুবকর'; ৫. শেখ আব্দুর রহিমের 'হযরত মুহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি' (প্রথম প্রকাশিত ১২৯৪ বঙ্গাব্দ; ১৮৮৭ খ্রি.); ৬. মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদের 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.)'; ৭. তসলীম উদ্দিন আহমদের 'সম্রাট পয়গম্বর'; ৮. সুফী মধুমিয়ার 'শান্তিকর্তা হযরত মোহাম্মদ'; ৯. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানব মুকুট' ও 'নূরনবী'; ১০. মিসেস সারা তৈফুরের 'স্বর্গের জ্যোতি'; ১১. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত'; ১২. কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' (প্রথম মুদ্রণ ১৯৪২ খ্রি., ৮ম সংস্করণ ১৯৬৩); ১৩. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'মরুভাস্কর'; ১৪. প্রক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'শেষ নবীর সন্ধানে'; ১৫. মওলানা আবদুল জব্বার সিদ্দীকীর 'মানুষের নবী'; ১৬. খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁর 'শেষ নবী'; ১৭. মওলানা মোমতাজউদ্দীন আহমদের 'নবী পরিচিত'; ১৮. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র 'নবীগৃহ সংবাদ' ও ১৯. ডক্টর মোলাম মকসুদ হিলালীর 'হযরতের জীবন নীতি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সীরত গ্রন্থগুলোর মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, অন্য কোনোটির ভাগ্যে তা হয়নি। এর ভাব যেমন উচ্চস্তরের, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল, গতিশীল ও ওজস্বিনী। গোলাম মোস্তফা সাহেব একাধারে সুনিপুণ বাকশিল্পী, কবি ও ভক্ত। তাই তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তির ভাবোচ্ছ্বাস ও কাব্যের লালিত্য গ্রন্থটিকে সুষমামণ্ডিত করেছে। তাঁর ভাব ও ভাষায় ভক্তিপ্রবণ বাঙালি অন্তরের মর্মকথাই কাব্যের ললিত রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভক্ত প্রেমিকের মধুঢালা রচনা বিন্যাস বইটিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী করেছে।

'বিশ্বনবী'র বর্তমান নবম সংস্করণটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার উদ্দেশ্যে কতকগুলো বিষয়গত ত্রুটির দিকে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজন হয়েছে। মূল গ্রন্থের পাঠ যথাযথ রেখে পরিশিষ্টে অসংগতির কারণ দূরীভূত করে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। এতে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১ জানুয়ারি ১৯৬৭

সৈয়দ আলী আহসান
পরিচালক, বাংলা একাডেমি

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

পরিচ্ছেদ	১	আমিনার কোলে	২১
পরিচ্ছেদ	২	কোন আলোকে	২৩
পরিচ্ছেদ	৩	প্রতিশ্রুত পয়গম্বর	২৫
পরিচ্ছেদ	৪	বংশ-পরিচয়	৩২
পরিচ্ছেদ	৫	নামকরণ	৩৭
পরিচ্ছেদ	৬	সমসাময়িক পৃথিবী	৪১
পরিচ্ছেদ	৭	শিশুনবী	৪৫
পরিচ্ছেদ	৮	প্রকৃতির কোলে	৪৮
পরিচ্ছেদ	৯	বক্ষ-বিদারণ	৫১
পরিচ্ছেদ	১০	শিশুনবী এতিম হইলেন	৫৩
পরিচ্ছেদ	১১	সিরিয়া ভ্রমণ	৫৬
পরিচ্ছেদ	১২	আল আমিন	৬০
পরিচ্ছেদ	১৩	শাদি মুবারক	৬৪
পরিচ্ছেদ	১৪	কাবাগৃহের সংস্কার	৬৮
পরিচ্ছেদ	১৫	গৃহীর বেশে	৭২
পরিচ্ছেদ	১৬	সত্যের প্রথম প্রকাশ	৭৫
পরিচ্ছেদ	১৭	সত্যের স্বরূপ	৭৯
পরিচ্ছেদ	১৮	সত্য প্রচারের আদেশ	৮৩
পরিচ্ছেদ	১৯	সত্যের প্রথম প্রচার	৮৫
পরিচ্ছেদ	২০	প্রথম তিন বৎসর	৮৯
পরিচ্ছেদ	২১	সংঘর্ষের সূচনা	৯১
পরিচ্ছেদ	২২	উৎপীড়ন	৯৪
পরিচ্ছেদ	২৩	‘এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে’	৯৭
পরিচ্ছেদ	২৪	প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল	১০১
পরিচ্ছেদ	২৫	সাহারাতে ‘ফুটলরে ফুল’	১০৫
পরিচ্ছেদ	২৬	অন্তরীণ বেশে	১০৯
পরিচ্ছেদ	২৭	সর্বহারা	১১৩
পরিচ্ছেদ	২৮	তায়েফ গমন	১১৬

পরিচ্ছেদ	২৯	আল মিরাজ	১১৯
পরিচ্ছেদ	৩০	অন্ধকারের অন্তরালে	১২৩
পরিচ্ছেদ	৩১	হিজরতের পূর্বাভাস	১২৯
পরিচ্ছেদ	৩২	শিষ্যদিগের প্রস্থান	১৩২
পরিচ্ছেদ	৩৩	হিজরত	১৩৫
পরিচ্ছেদ	৩৪	আল মদিনায়	১৪১
পরিচ্ছেদ	৩৫	প্রেমের বন্ধন	১৪৫
পরিচ্ছেদ	৩৬	ইসলামিক রাষ্ট্র রচনা	১৪৮
পরিচ্ছেদ	৩৭	মদিনার আকাশে কালো মেঘ	১৫৩
পরিচ্ছেদ	৩৮	বদর যুদ্ধ	১৫৮
পরিচ্ছেদ	৩৯	বদর যুদ্ধের পরে	১৬৭
পরিচ্ছেদ	৪০	ওহোদ যুদ্ধ	১৭৩
পরিচ্ছেদ	৪১	জয় না পরাজয়	১৮১
পরিচ্ছেদ	৪২	ওহোদ যুদ্ধের শেষে	১৮৮
পরিচ্ছেদ	৪৩	চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরির কয়েকটি ঘটনা	১৯১
পরিচ্ছেদ	৪৪	আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক-দান	১৯৫
পরিচ্ছেদ	৪৫	খন্দক যুদ্ধ	২০৫
পরিচ্ছেদ	৪৬	ষষ্ঠ হিজরির কয়েকটি ঘটনা	২১৩
পরিচ্ছেদ	৪৭	হোদায়বিয়ার সন্ধি	২১৬
পরিচ্ছেদ	৪৮	দিকে দিকে গেল আহ্বান	২২৩
পরিচ্ছেদ	৪৯	খায়বার বিজয়	২৩১
পরিচ্ছেদ	৫০	মুলতবি হজ	২৩৬
পরিচ্ছেদ	৫১	মুতা অভিযান	২৩৯
পরিচ্ছেদ	৫২	মক্কা বিজয়	২৪৩
পরিচ্ছেদ	৫৩	মক্কা বিজয়ের পরে	২৫০
পরিচ্ছেদ	৫৪	হোনায়েন ও তায়েফ অভিযান	২৫৩
পরিচ্ছেদ	৫৫	তাবুক অভিযান ও অন্যান্য ঘটনা	২৫৮
পরিচ্ছেদ	৫৬	বিদায় হজ	২৬৫
পরিচ্ছেদ	৫৭	পরপারের আহ্বান	২৬৮
পরিচ্ছেদ	৫৮	শেষ কথা	২৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড

		পূর্বাভাষ	২৭৯
পরিচ্ছেদ	১	হযরত মুহম্মদ জন্ম-তারিখ কবে	২৮১
পরিচ্ছেদ	২	কাবা শরিফ কখন নির্মিত হইয়াছিল	২৮৭
পরিচ্ছেদ	৩	ইসলাম ও পৌত্তলিকতা	২৯২
পরিচ্ছেদ	৪	ইসলাম ও মোজেজা	২৯৮
পরিচ্ছেদ	৫	স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক	৩০৩

পরিচ্ছেদ	৬	স্বাভাবিক ও অতিস্বাভাবিক	৩০৮
পরিচ্ছেদ	৭	বিজ্ঞান আজ কোন পথে	৩১৩
পরিচ্ছেদ	৮	ইসলাম ও নূতন বিজ্ঞান	৩২৯
পরিচ্ছেদ	৯	মিরাজ	৩৩৩
পরিচ্ছেদ	১০	থিওসফি ও মিরাজ	৩৪৬
পরিচ্ছেদ	১১	'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' নাম কি সার্থক হইয়াছে	৩৪৯
পরিচ্ছেদ	১২	মুহম্মদ 'মুহম্মদ' ছিলেন কি না	৩৫১
পরিচ্ছেদ	১৩	হযরতের বহু বিবাহের তাৎপর্য	৪০৪
পরিচ্ছেদ	১৪	মুহম্মদ 'আহমদ' ছিলেন কি না	৪১১
		টীকা	৪৩৩
		প্রমাণপঞ্জি	৪৩৯

প্রথম খণ্ড

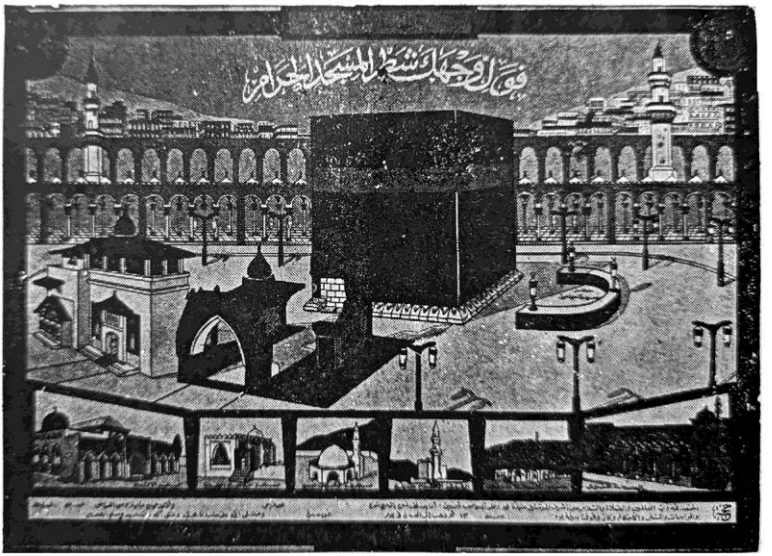

কাবা শরিফ

পরিচ্ছেদ ১

আমিনার কোলে

রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ।

সোমবার।

শুক্লা-দ্বাদশীর অপূর্ণ-চাঁদ সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে। সুবহে-সাদিকের সুখ-নূরে পূর্ব আসমান রাঙা হইয়া উঠিতেছে। আলো-আঁধারের দোল খাইয়া ঘুমন্ত প্রকৃতি আঁখি মেলিতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতি আজ নীরব। নিখিল সৃষ্টির অন্তরতলে কী যেন একটা অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার বেদনা রহিয়া রহিয়া হিল্লোলিত হইয়া আসিতেছে। কোন স্বপ্নসাধ আজও যেন তার মিটে নাই। যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জিভূত সেই নিরাশার বেদনা আজও যেন জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আরবের মরু-দিগন্তে মক্কা-নগরীর এক নিভৃত কুটিরে একটি নারী ঠিক এই সময়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

নাম তাঁর আমিনা।

আমিনা দেখিতেছিলেন : এক অপূর্ব নূরে আসমান-জমিন উজালা হইয়া গিয়াছে। সেই আলোকে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ঝলমল করিতেছে। কার যেন আজ শুভাগমন, কার যেন আজ অভিনন্দন। যুগ-যুগান্তের প্রতীক্ষিত সেই না-আসা অতিথির আগমনমুহূর্ত আজ যেন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাঁরই অভ্যর্থনার জন্য আজ যেন এই আয়োজন। কুল-মাখলুক আজ সেই আনন্দে আত্মহারা। গগনে গগনে ফেরেশতারা ছুটাছুটি করিতেছে, তোরণে-তোরণে বাঁশি বাজিতেছে। সবাই আজ বিস্মিত পুলকিত কম্পিত শিহরিত। জড়-প্রকৃতির অন্তরেও আজ দোলা লাগিয়াছে; খসরুর রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে; কাবা-মন্দিরের দেব-মূর্তিগুলি ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে; সিরিয়ার মরুভূমিতে নহর বহিতেছে।

আমিনার কুটিরেই বা আজ এ-কী অপরূপ দৃশ্য। কারা ওই শ্বেতবসনা পুণ্যময়ী নারী? বিবি হাওয়া, বিবি হাজেরা, বিবি রহিমা, বিবি মরিয়ম, সবাই আজ তাঁর শিয়রে দণ্ডায়মান। বেহেশতি নূরে সারা ঘর আজ আলোকিত। বেহেশতি খুশবুতে বাতাস আজ সুরভিত।

এক স্নিগ্ধ পবিত্র চেতনার মধ্যে আমিনার স্বপ্ন ভাঙিল। আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন—কোলে তাঁহার পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সারা সৃষ্টির অন্তর ভেদিয়া ঝংকৃত হইল মহাআনন্দ ধ্বনি, 'খুশ আমদিদ ইয়া রসুলুল্লাহ্!' 'মারহাবা ইয়া

হাবিবুল্লাহ্!' বেহেশতের ঝরোকা হইতে হুর-পরিরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; অনন্ত আকাশে অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্র তসলিম জানাইল। বিশ্ববীণাতারে আগমনী-গান বাজিয়া উঠিল। নীহারিকা-লোকে, তারায় তারায়, অণু-পরমাণুতে আজ কাঁপন লাগিল। সবার মধ্যে আজ যেন কীসের একটা আবেগ, কীসের একটা চাঞ্চল্য। সবারই মুখে আজ বিস্ময়! সবারই মুখে আজ কী-যেন এক চরম পাওয়ার পরশ আনন্দ সুপ্রকট। প্রভাত সূর্য-রশ্মি-করাঙ্গুলি বাড়াইয়া নব-অতিথির চরণ-চুম্বন করিল; বনে বনে পাখিরা সমবেত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল; সমীরণ দিকে দিকে তাঁহার আবির্ভাবের খুশ-খবর লইয়া ছুটিয়া চলিল। ফুলেরা স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া তাহাদের অন্তরের গোপন সুষমাকে নজরানা পাঠাইল। নদ-নদী ও গিরি-নির্ঝর উচ্ছ্বসিত হইয়া আনন্দ-গান গাহিতে গাহিতে সাগরপানে ছুটিয়া চলিল। জলে-স্থলে, লতায়-পাতায়, তৃণে-গুল্মে, ফুলে-ফলে আজ এমনি অবিশ্রান্ত কানাকানি আর জানাজানি। যার আসার আশায় যুগযুগান্ত ধরিয়া সারা সৃষ্টি অধীর আগ্রহে প্রহর গুনিতেছিল, সে যেন আসিয়াছে—এই অনুভূতি আজ সর্বত্র প্রকট।

আরবের মরুদিগন্তে আজ এ কী আনন্দোচ্ছ্বাস, মরি! মরি! আজ তার কী গৌরবের দিন। সবচেয়ে যে নিঃস্ব, সবচেয়ে যে রিক্ত, তারই অন্তর আজ এমন করিয়া ঐশ্বর্যে ভরিয়া গেল। চরম রিক্ততার অধিকারেই কি সে আজ এমন চরম পূর্ণতার গৌরব লাভ করিল। বেদুইন বালারা অকস্মাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। দিগন্ত-বিস্তৃত ঊষর মরুর দিকে দিকে আজ এ কী অপূর্ব দৃশ্য! এত আলো, এত রূপ কোথা হইতে আসিল আজ? আজিকার প্রভাত এমন স্নিগ্ধপেলব হইয়া দেখা দিল কেন? খর্জুর-শাখায় আজ এত শ্যামলিমা কে ছড়ায়ে দিল? মেষ শিশুরা আজ উল্লসিত কেন? নহরে-নহরে এত স্নিগ্ধ বারিধারা আজ কোথা হইতে আসিল? কীসের উল্লাস আজ দিকে দিকে?

আকাশ পৃথিবীর সর্বত্র এমনই আলোড়ন। ছন্দ-দোলায় সারা সৃষ্টি আজ যেন দোল খাইতে লাগিল। জড়-চেতনা সকলের মধ্যেই আজ চরম পাওয়ার পরম তৃপ্তি সুপ্রকট।

কোথাও ব্যথা নাই, বেদনা নাই, দুঃখ নাই, অভাব নাই। সব রিক্ততার আজ যেন অবসান ঘটিয়াছে, সব অপূর্ণতা আজ যেন দূরীভূত হইয়াছে। বিশ্বভুবনে আল্লাহ্‌র অনন্ত আশীর্বাদ ও অফুরন্ত কল্যাণ নামিয়া আসিয়াছে। আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, লতায়-পাতায়, জড়-চেতনে আজ যেন সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার এক মহাতৃপ্তি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মহাকাল-ঋতুচক্রে আজ কি প্রথম বসন্ত দেখা দিল? প্রকৃতির কুঞ্জবনে আজ কি প্রথম কোকিল গান করিল?

কে এই নব অতিথি! কে এই বেহশতি নূর—যাঁহার আবির্ভাবে আজ দ্যুলোকে ভূলোকে এমন পুলক-শিহরণ লাগিল?

এই মহামানবশিশুই আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ পয়গম্বর—নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ ও মূর্ত আশীর্বাদ—মানবজাতির চরম এবং পরম আদর্শ— স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—বিশ্বনবী—হযরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায় হি অ-সাল্লাম)।

পরিচ্ছেদ ২

কোন আলোকে

কে এই মুহম্মদ?[১] তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কী? পরিচয় কী?

একদিকে দেখিতেছি : তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল। অপরদিকে দেখিতেছি : তিনি পৃথিবীর মানুষ—রক্তমাংস দিয়া গড়া তাঁহার শরীর। একদিকে তিনি স্রষ্টার, অপরদিকে তিনি সৃষ্টির। কোন আলোকে এখন আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিব? কোন চক্ষে দেখিব? তিনি কি মানুষ, না অতি-মানুষ?

এই জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা আমরা এখানে করিব না। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক ইহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন। তবে এ-সম্বন্ধে এখানে দুই-একটি কথা না বলিয়াও আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। হযরত মুহম্মদের জীবনালোচনা করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে প্রথমেই সজাগ হইতে হইবে; অন্যথায় আমরা তাঁহাকে সম্যকরূপে চিনিতে বা বুঝিতে পারিব না— তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনাই আমাদের কাছে হয়তো বিসদৃশ বোধ হইবে।

হযরত মুহম্মদকে সত্য করিয়া চিনিবার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধাই হইতেছে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই বিভ্রম। আমরা দোষে-গুণে জড়িত মানুষ, সীমাবদ্ধ আমাদের জ্ঞান; তাই স্বভাবতই তাঁহাকে আমাদের মতো করিয়া দেখি এবং আমাদের মাপকাঠিতে বিচার করি। কিন্তু সত্যই কি তিনি 'আমাদের মতো' মানুষ ছিলেন?

কেমন করিয়া বলি? যাঁহার জীবনে এত অতি মানবিক উপাদান রহিয়াছে তাঁহাকে শুধুই 'মানুষ' বলিতে পারি কি?

তবে কি তিনি মানুষ ছিলেন না? তাহাই বা কী করিয়া বলা যায়? তাঁহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা ইতিহাসের আলোকে সমুজ্জ্বল। কে ইহা অস্বীকার করিবে?

অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদকে যাঁহারা কেবলমাত্র 'অতি-মানুষ'রূপে মানব-গণ্ডির ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবেন, তাঁহারাও যেমন ভুল করিবেন, তেমনি যাঁহারা তাঁহাকে আমাদের মতো 'মাটির মানুষ' বলিয়া ধরার ধুলায় নামাইয়া আনিবেন, তাঁহারাও ঠিক তেমনই ভুল করিবেন।

হযরত মুহম্মদ ছিলেন মানুষ ও অতি-মানুষের মিলিত রূপ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তিনি ছিলেন মাধ্যম বা বাহন। অন্য কথায় তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র রসুল বা খলিফা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিলেই তাঁহাকে চেনা সহজ হয়। আল্লাহ্ নিরাকার। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না, কাহারও দ্বারা তিনি জাতও নহেন। তিনি এক। অথচ সৃষ্টি বহু ও বিচিত্র। স্রষ্টা নিরাকার। অথচ সৃষ্টি সাকার।

কেমন করিয়া অরূপ হইতে রূপে, নিরাকার হইতে সাকারে পৌঁছানো যায়? এপারে-ওপারে কী করিয়া সংযোগ রাখা সম্ভব হয়?

একজন বাহন বা 'মিডিয়াম'-এর এখানে নিতান্ত প্রয়োজন। খেয়াতরির মাঝির মতন এপারে-ওপারে সে পারাপার করে। এই মাধ্যমই হইতেছেন হযরত মুহম্মদ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে তিনি মিলন-সূত্র। একদিকে যেমন তিনি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, অপরদিকে তেমনই তিনি আমাদেরও প্রতিনিধি। একদিকে তিনি আল্লাহ্‌র বাণী বহন করিয়া আনিয়া সৃষ্টির প্রাণের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেন, অপরদিকে তেমনি সৃষ্টির ব্যথা-বেদনা ও অভাব-অভিযোগ আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করেন। কাজেই তাঁহাকে লইয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়েরই এত প্রয়োজন।

কোরআন শরিফে তাই বলা হইয়াছে :

'কুল ইয়া আইওহান্নাসো ইন্নি রসুলুল্লাহি ইলাইকুম জামিয়া।' অর্থাৎ : বলো, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল।

অন্যত্র তেমনি বলা হইয়াছে :

'কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া।' অর্থাৎ : বলো, হে মুহম্মদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ যাহার ওপর ওহি নাজিল হয়।

এখানে দুই দিক হইতে হযরত মুহম্মদের পরিচয় আমরা পাইতেছি। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তিনি তাঁহার প্রেরিত রসুল, আবার মানুষের তরফ হইতে তিনি একজন মানুষ।

কাজেই দেখা যাইতেছে, হযরত মুহম্মদ শুধু মানুষও নন, শুধু অতি-মানুষও নন। দুইয়েরই তিনি মিলিত রূপ।

হযরত মুহম্মদকে দেখিতে ও চিনিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকোণকে প্রথম হইতে এই ভঙ্গিতে বাঁধিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় আমরা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইব না।

পরিচ্ছেদ ৩

প্রতিশ্রুত পয়গম্বর

হযরত মুহম্মদ ছিলেন প্রতিশ্রুত পয়গম্বর (promised prophet), অর্থাৎ আল্লাহ্ যে তাঁহাকে দুনিয়ায় পাঠাইবেন, এ কথা পূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছিল। প্রত্যেক শিল্পবস্তুই প্রথমে শিল্পীর ধ্যানে জন্মলাভ করে, তার অনেক পরে বাহিরে প্রকাশ পায়। মুহম্মদ সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। তিনি ছিলেন সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই তাঁহার জ্যোতির্মূর্তি আল্লাহ্র ধ্যানে প্রথমেই সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই জ্যোতির্মূর্তিই নূরে মুহম্মদি। সর্বপ্রথম তাই আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন মুহম্মদের নূর। একটি হাদিসে তাই আসিয়াছে :

'আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূরী'

অর্থাৎ : (হযরত মুহম্মদ বলিতেছেন) 'সর্বপ্রথমেই আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করে তাহা আমার নূর।' কাজেই, এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদ তাঁহার জন্মের অনেক আগেই জন্মিয়াছিলেন। সারা সৃষ্টি তাঁহার নূরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। চাঁদে-চাঁদে, তারায়-তারায়, গ্রহে-গ্রহে, লোকে-লোকে, তাঁর ধ্যান-মূর্তি একটা অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়াছিল। বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়া তাই এক পরম কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল : কোথায় কবে কোনখানে কীভাবে নিখিলের সেই ধ্যানের ছবি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবে।

প্রতিশ্রুত পয়গম্বরকে এই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিশ্রুত পয়গম্বর তিনি—যাঁহার আবির্ভাব সৃষ্টির স্বাভাবিক নীতিতে পূর্বেই অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। সৃষ্টিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা অনিবার্য, আবির্ভাবের পূর্বে তাহাই প্রতিশ্রুত। মুহম্মদ আসিবেন একথা তাই বিশ্বনিখিলের অবিদিত ছিল না। হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত মুসা, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ঈসা প্রমুখ পূর্ববর্তী যাবতীয় পয়গম্বর ও তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই জানিতেন সেই নিশ্চিত অনাগত একদিন আসিবে; তাই তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরত মুহম্মদের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। বেদ-পুরাণ, জিন্দাবেস্তা, দিঘা-নিকায়া, তওরাত, জবুর, বাইবেল প্রভৃতি পুরাকালীন প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থে মুহম্মদের গুণগান ও তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হইয়াছে। নিম্নের কতিপয় দৃষ্টান্ত হইতেই পাঠক সেকথা বুঝিতে পারিবেন।

বেদ-পুরাণ : বেদ-পুরাণ এবং উপনিষদ হিন্দুদিগের বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ। এইসব প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে 'আল্লাহ্' 'রসুল', 'মুহম্মদ' ইত্যাদি শব্দ কীরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে দেখুন :

'অথর্ববেদীয় উপনিষদ'-এ আছে :